21519 - ইসলামে ইবাদতের শর্তাবলি

প্রশ্ন

ইসলামে সঠিক ইবাদতের শর্তাবলি কী কী?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

ইসলামে ইবাদতের শর্তাবলি:

১। ইবাদতটি 'হেতুগত' দিক থেকে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া।

২। ইবাদতটি 'প্রকারগত' দিক থেকে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া।

৩। ইবাদতটি 'পরিমাণগত' দিক থেকে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া।

৪। ইবাদতটি 'পদ্ধতিগত' দিক থেকে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া।

৫। ইবাদতটি 'কালগত' দিক থেকে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া।

৬। ইবাদতটি 'স্থানগত' দিক থেকে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ফকীহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

এক: ইবাদতটি 'হেতুগত' দিক থেকে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া।

কোনো মানুষ যদি এমন ইবাদত করে যা শরীয়তে অপ্রমাণিত হেতুর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহলে সেই ইবাদত প্রত্যাখ্যাত। এর উদাহরণ হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন উদযাপন করা। অনুরূপভাবে যারা রজবের সাতাইশ তারিখ উদযাপন করে। তারা দাবি করে এই রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসমানে উত্থিত করা হয়েছে। এটি শরীয়তের খেলাফ এবং প্রত্যাখ্যাত।

১- কোনো সাতাইশ তারিখ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। আমাদের সামনে হাদীসের গ্রন্থসমূহ রয়েছে। সেগুলোতে এমন একটি হরফও নেই যা প্রমাণ করবে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রজব মাসের সাতাইশ তারিখ রাতে উত্থিত করা হয়েছে। আর এটি সুবিদিত যে এ বিষয়টি

সংবাদশ্রণেীয়, যা সহীহ সনদ ছাড়া প্রমাণতি হয় না।

২- আর যদি প্রমাণতি হয়ওে থাকে তাহলে সইে দনিে কোন ইবাদত উদ্ভাবন করা কংিবা সইে দনিে ঈদ পালন করার অধকিার কি আমাদরে আছ? কক্ষনো নাই। তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদনিায় এসে দখেতে পান যে আনসার সাহাবীরা দুই দনি খলোধুলা কর, তখন তনিি বলনে: "আল্লাহ তোমাদরেকে এর চয়েে উত্তম দুইটি দনি দয়িছেনে।" তনিি তাদরেকে ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার কথা উল্লখে করলনে। এটি প্রমাণ করে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামরে তনি ঈদ ছাড়া অন্য যে কোনো নবসৃষ্ট ঈদ অপছন্দ করতনে। এই তনিটরি মাঝে দু'টি বাৎসরকি ঈদ তথা ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা। আর অন্যটি সাপ্তাহকি ঈদ তথা জুমার দনি। যদি প্রমাণতি হয়ওে থাকে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রজবরে সাতাইশ তারখিে মরিাজে নয়িে যাওয়া হয়ছেলি (যা প্রমাণ করা অসম্ভব) তবুও আমাদরে জন্য শরীয়তপ্রণতোর অনুমতি ছাড়া কোনো কছিু উদ্ভাবন করা বধৈ নয়।

আমি আপনাদরেকে যমেনটি বলছে: বদিাত ভয়াবহ ব্যাপার। অন্তররে উপর বদিাত নকিৃষ্ট প্রভাব ফলে। যদওি মানুষ তৎক্ষণাৎ অন্তরে নম্রতা ও কোমলতা অনুভব কর, কন্তিু পরবর্তীতে নশ্চিতিভাবে এর বপিরীতটি ঘট। কারণ বাতলিকে নয়িে অন্তররে আনন্দ স্থায়ী হয় না। বরং এর পরপরই ব্যথা, আফসোস ও অনুশোচনা অনুভূত হয়। সকল বদিাতরেই ভয়াবহতা রয়ছে। কারণ এগুলো রাসূলরে রসিালাতকে প্রশ্নবদ্ধি কর। বদিাতরে দাবি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়ত পূর্ণ করে যাননি। অথচ মহান আল্লাহ বলনে: 'আজ আমি তোমাদরে দ্বীনকে পরপিূর্ণ করলাম, তোমাদরে উপর আমার নয়িামত সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদরে জন্য ইসলামকে দ্বীন হসিবেে পছন্দ করলাম।" বস্ময়কর ব্যাপার হলো: এই সমস্ত বদিাতে আক্রান্ত কছিু মানুষকে দখো যায় তারা বদিাত বাস্তবায়নে খুবই তৎপর। অথচ তারা আরো উপকারী, সঠকি ও দরকারী বষিয়রে ব্যাপারে শথিলি।

তাই আমরা বলব: (রজবরে) সাতাইশ তারখি রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মরিাজ হয়ছেলি এই বশ্বিাস করে এই রাত উদযাপন করা বদিাত। কারণ এটি এমন এক হতেুর উপর প্রতষ্ঠিতি যা শরীয়তে উদ্ধৃত হয়নি।

দুই: ইবাদতটি 'প্রকারগত' দকি থকেে শরীয়ত মোতাবকে হওয়া।

উদাহরণস্বরূপ কোনো মানুষ ঘোড়া দয়িে কুরবানী করা। এটি প্রকারগত ক্ষত্রেে শরীয়তরে বরখলোফ। (কারণ কুরবানী গবাদপিশু ছাড়া অন্য কোন প্রাণী দয়িে দয়ো যায় না। গবাদি পশু হলো: উট, গরু এবং ছাগল-ভড়ো)

তনি: ইবাদতটি 'পরমিাণগত' দকি থকেে শরীয়ত মোতাবকে হওয়া।

যদি কোনো মানুষ বলে যে সে যোহররে নামায ছয় রাকাত পড়, তাহলে তার এই ইবাদত কি শরীয়ত মোতাবকে হলো? কক্ষনো নয়। কারণ পরমিাণরে দকি থকেে সটেি শরীয়ত মোতাবকে হয়নি।

যদি কোনো মানুষ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবর পয়ত্রিশ বার বলে, তাহলে কি সেটি সঠিক হবে?

উত্তর হলো: আমরা বলব: যদি আপনি এই সংখ্যাকে ইবাদত হিসেবে পালন করেন তাহলে আপনি ভুল করছেন। আর যদি ইচ্ছা করেন যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বিধিবিদ্ধ করছেন তা থেকে আপনি বৃদ্ধি করতে চান কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন যে বিধি মোতাবেক তেত্রিশ বার পড়তে হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কারণ তখন আপনি ইবাদত হিসেবে করা থেকে বিষয়টিকে আলাদা করে দিলেন।

চার: ইবাদতটি 'পদ্ধতিগত' দিক থেকে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া।

যদি কোনো মানুষ কোনো ইবাদতকে শরীয়তে বর্ণিত প্রকার, পরিমাণ ও হেতু অনুযায়ী পালন করে; কিন্তু পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীয়তের বরখেলাফ কিছু করে, তাহলে সে ইবাদত সঠিক হবে না। যেমন: কোনো মানুষের ছোট অপবিত্রতা ঘটায় সে অযু করল। কিন্তু সে এভাবে করল: পাদ্বয় ধৌত করল, তারপর মাথা মাসেহ করল, তারপর হাতদ্বয় ধৌত করল, তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করল। এভাবে কি তার অযু সঠিক হবে? কক্ষনো নয়। কারণ সে পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীয়তের বরখেলাফ করেছে।

পাঁচ: ইবাদতটি 'কালগত' দিক থেকে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া।

যেমন: কেউ যদি রমযানের রোযা শা'বান মাসে বা শাওয়াল মাসে রাখল। কিংবা কেউ সূর্য হেলে পড়ার আগে যোহরের নামায পড়ে ফেলল। কিংবা বস্তুর ছায়া এর দৈর্ঘ্যের সমান হওয়ার পরে যোহরের নামায পড়ল। কেননা সে যদি সূর্য হেলে পড়ার আগে পড়ে তাহলে ওয়াক্ত হওয়ার আগে পড়ল। আর যদি বস্তুর ছায়া এর দৈর্ঘ্যের সমান হওয়ার পরে পড়ে তাহলে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরে পড়ল। উভয় ক্ষেত্রেই তার নামায সঠিক নয়।

তাই আমরা বলব: যদি কেউ কোনো ধরনের ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নামায না পড়ে এবং ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় তাহলে সে যদি হাজার বারও ঐ নামায পড়ে সেটা কবুল হবে না। এখানে আমরা উক্ত বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি উল্লেখ করব, সেটি হলো: প্রত্যেক সময়ের সাথে নির্ধারিত ইবাদত যদি ব্যক্তি ওজর ছাড়া সময়ের পরে আদায় করে তাহলে সেটি গ্রহণযোগ্য নয়; বরং প্রত্যাখ্যাত।

এর প্রমাণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই (আমাদের শরিয়তে নেই) সেটা প্রত্যাখ্যাত।"

ছয়: ইবাদতটি 'স্থানগত' দিক থেকে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া।

তাই কউে যদি আরাফার দনিে মুযদালফিায় অবস্থান করনে তার সে অবস্থান করা সঠকি হবে না। কারণ তার ইবাদত স্থানগত ক্ষত্রেে শরীয়ত মোতাবকে হয়নি। একইভাবে যদি কোনো মানুষ তার নজি ঘরে ইতকিাফ করে তাহলে সটেি সঠকি হবে না। কারণ ইতকিাফরে স্থান হলো মসজদি। তাই কোন নারীর জন্য নজি ঘরে ইতকিাফ করা সঠকি নয়। কারণ এটি ইতকিাফরে স্থান নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দখেতে পলেনে যে তার কছিু স্ত্রী মসজদিে তাঁবু স্থাপন করছেনে তখন তনিি তাঁবু সরয়িে ইতকিাফ বাতলি করে দতিে বললনে। তাদরেকে ঘরে ইতকিাফ করার নর্দিশেনা প্রদান করনেনি। এটি প্রমাণ করে যে নারীর জন্য ঘরে ইতকিাফ করা সঠকি নয়। কনেনা এটি স্থানগত দকি থকেে শরীয়তরে পরপিন্থী।

ইবাদতরে ক্ষত্রেে এ ছয়টি বশৈষ্ট্যিরে সমন্বয় ঘটা ছাড়া (নবীর) অনুসরণ বাস্তবায়তি হবে না। এ বশৈষ্ট্যিগুলো হলো:

১- ইবাদতরে হতেু।

২- ইবাদতরে প্রকার।

৩- ইবাদতরে পরমিাণ।

৪- ইবাদতরে পদ্ধতি।

৫- ইবাদতরে সময়।

৬- ইবাদতরে স্থান।[সমাপ্ত]

যদি আপনি আরও বশেি তথ্য জানতে চান তাহলে 14258, 13830, 49016, 9359, 147608, 113177 প্রশ্নোত্তরগুলো পড়ুন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।